সংবাদ

তারিখ ... 29 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা

খাতা পুনঃনিরীক্ষণে সব বোর্ডের ফলাফলেই অসংখ্য ভুল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণে সব শিক্ষা বোর্ডেই ফলাফলে অসংখ্য ভুল-ত্রুটির প্রমাণ মিলেছে। পুনঃনিরীক্ষণে তিন হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই ফল আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। আগে ফেল হলেও নতুন করে পাস করেছে সাত শতাধিক পরীক্ষার্থী। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে আট শতাধিক পরীক্ষার্থী। ফেল থেকে পাস ও জিপিএ-৫ এ দুটি ক্ষেত্রেই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে এক হাজার ৫৭৮ শিক্ষার্থীর।

বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রায় চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। গতকাল রাত থেকে বোর্ডগুলো স্ব স্ব ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ শুরু করেছে। পুনঃনিরীক্ষণের আবেদনের সময় দেয়া টেলিটক মোবাইল নম্বরে এসএমএস অসংখ্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

অসংখ্য : ভুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠিয়েও ফল জানা যাচ্ছে। এর আগে আটটি সাধারণ ও মাদ্রাসা বোর্ডের এ পরীক্ষায় এবার অসংখ্য শিক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করে। প্রত্যেক বোর্ডেই তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ফলাফলে আপত্তি জানিয়ে আবেদন করে। এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর সারাদেশে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলছেন, 'ফল পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষকদের গাফিলতি। তবে কিছু ভুল মানুষের হতেই পারে। বেশি কাজ করতে গেলে কিছু ভুল হয়। তবে যেটা একেবারেই মানা অগ্রহণযোগ্য সেই ভুল মানা যায় না। অর্থাৎ শিক্ষকদের গাফিলতি। আমরা বিষয়টি নিয়ে শক্ত অবস্থানে যাব।' খাতা পুনঃনিরীক্ষণ শেষে ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ফল প্রকাশের পর ঢাকা বোর্ডেই সবচেয়ে বেশি ২৬ হাজার ৮৮৫ জন পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করে। এর মধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে এক হাজার ৫৭৮ জনের। আগের ফলাফলে ফেল দেখানো হলেও এখন পাস করেছে ২৩৮ জন। আর নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৬ জন পরীক্ষার্থী।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে মোট ২৭৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ জন। আর আগে ফেল করলেও পুনঃনিরীক্ষণে পাস করেছে ৫৪ জন পরীক্ষার্থী। মাদ্রাসার বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল চার হাজার ৬৪৬ জন। এর মধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২৬৯ জনের এবং নতুন করে পাস করেছে ১৫৩ জন। আর নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৫ জন। যশোর শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২০৫ জনের। ফেল থেকে নতুন করে পাস করেছে ৪৫ জন। আর নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২২ জন পরীক্ষার্থী। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল ৬ হাজার ৬২০ জন। এর মধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে ৯২ জনের। আর নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ জন। ফেল থেকে পাস করেছে ১২ জন পরীক্ষার্থী। সিলেট বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ১৪৬ জনের। সিলেটে ফেল থেকে পাস করেছে ৪২ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬ জন, জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ১৬ জনের। এভাবে খাতা পুনঃনিরীক্ষণে রাজশাহী, কুমিল্লা, দিনাজপুরসহ অন্য শিক্ষা বোর্ডেও প্রায় একই হারে ফল পরিবর্তন হয়েছে বলে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।